بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

وَعَلٰی عَبْدِہِ الْمَسِیْحِ الْمَوْعُوْدِ

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

জলসা সালানা ইউ.কে.২০২১ থেকে আল্লার অনুগ্রহ ও কল্যাণ লাভের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

১৩ আগস্ট ২০২১

জলসা সালানা U.K. 2021 এর সফলতা ও এর থেকে কাঙ্খিত কল্যাণলাভ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আলহামদুলিল্লাহ্, বিগত জুমুআয় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা এক বছর বিরতির পর, বরং বলা উচিত দুই বছর পর শুরু হয়ে তিন দিন আধ্যাত্মিক পরিবেশ উপহার দিয়ে গত রবিবার সমাপ্ত হয়েছে। করোনা মহামারির কারণে এবছরও জলসা করা সম্ভবপর ছিল না। তাই জলসার ব্যবস্থাপনা কমিটিও ভেবেছিল, হয়ত বা এবছরও জলসা হবে না। কিন্তু তাদেরকে যখন বলা হলো যে, জলসা ইনশাআল্লাহ্তা'লা অনুষ্ঠিত হবে তখন তারা প্রস্তুতি নেয়া আরম্ভ করে বটে কিন্তু তারা পুরো মন দিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায় আমাকে একদা ব্যবস্থাপনাকে কঠোরভাবে বলতে হয়েছে যে, আপনারা যদি এমন অমনোযোগী হয়ে কাজ করেন আর মনে করেন যে, 'জানি না জলসা হবে কি হবে না' তাহলে আমি নতুন ব্যবস্থাপনা কমিটি নিযুক্ত করছি। মোটকথা আমার এই কথা তাদেরকে একটি ঝাঁকুনি দেয় আর দেরিতে আরম্ভ হলেও দ্রুততার সাথে কাজ শুরু হয়ে যায়। কর্মীবাহিনী এবং স্বেচ্ছাসেবক অর্থাৎ মূল কর্মীবাহিনী, নিম্ন পর্যায়ে যারা কাজ করে থাকে, প্রকৃতপক্ষে তারাই মূল জনশক্তি; মনে হচ্ছিল, পূর্ব থেকেই তারা (কাজের জন্য) উন্মুখ। তাৎক্ষণিকভাবে জলসার ব্যবস্থাপনার জন্য চতুর্দিক থেকে স্বেচ্ছাসেবক আসা শুরু হয়ে যায়। জলসা যেহেতু ক্ষুদ্র পরিসরে হওয়ার ছিল তাই কর্মী বাছাই করা হয়। যারা এ কাজের সুযোগ পায় নি তারা হতাশ হয়েছে। আমি এখানে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর অতিথিদের সেবা করার যে সদিচ্ছা আপনাদের ছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেছে, যদিও আপনারা সেবা করার সুযোগ পান নি, কিন্তু আল্লাহ্তা'লা পবিত্র নিয়্যতের কারণে প্রতিদান থেকে আপনাদেরকে বঞ্চিত করবেন না।

যেমনটি আমার রীতি হলো জলসা পরবর্তী জুমুআয় আমি কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকি। আর বিশ্বব্যাপী আহমদীরাও আমাকে পত্র মারফৎ এই জলসার তথা স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন। বৃষ্টির কারণে পার্কিং থেকে কাদায় ফাঁসা গাড়িগুলি বের করা খুবই দূরুহ ও কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। সেখানে স্বেচ্ছাসেবকরা অসাধারণ কাজ করেছেন। আক্ষরিকভাবে গাড়িগুলি কাদা থেকে তুলে বাইরে নিয়ে এসেছে আর এক্ষেত্রে সেই সমস্যা ক্যামেরার চোখ দেখে ফেলে এবং এম.টি.এ. পুরো জগৎকে তা দেখিয়েও দিয়েছে। উচ্চপদস্থ হোক বা নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা, সবাই গাড়িগুলো কাদা থেকে বের করার জন্য কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদী এবং অ-আহমদী যারাই এই দৃশ্য দেখছিলেন, তারা খুব অবাক হয়েছেন। বরং অ-আহমদী ও অমুসলিমরা এই দৃশ্য দেখে বলেছে, আজকের পৃথিবীতে এমন দৃশ্য সত্যিই অবিশ্বাস্য।

অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভাগ তাদের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে। যেমন— পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিভাগ, খাদ্য বিভাগ, রান্না বিভাগ ইত্যাদি। এছাড়া জলসার প্রারম্ভে প্রস্তুতিমূলক যেসব কাজ ছিল তা হলো, জলসার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তাঁবু নির্মাণ, ট্র্যাক ইত্যাদি বিছানো অথবা জলসার প্রারম্ভিক যেসব কাজ ছিল তা সম্পাদন করার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে একাধারে স্বেচ্ছাসেবীরা আসতে থাকে। এছাড়া এখন সরঞ্জাম গুটানোর জন্যও তারা কয়েকদিন শ্রম

দিচ্ছেন। এম.টি.এ. পৃথিবীকে যে দৃশ্য দেখিয়েছে, এ অনুষ্ঠান দেখানোর জন্য বা বিভিন্ন দৃশ্য দেখানোর জন্য যেসব প্রোগ্রাম বানিয়েছে, তাতে তারা বেশ শ্রম দিয়েছে। এই দায়িত্ব তারা খুব সুন্দরভাবে পালন করেছে। তারা কেবল পৃথিবীর মানুষকেই জলসা দেখায় নি, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যারা সংঘবদ্ধভাবে জলসা দেখেছে তাদের দৃশ্যও আমাদেরকে জলসাগাহে তথা পুরো পৃথিবীকে দেখিয়েছে। এম.টি.এ-র কল্যাণে জলসার এই কার্যক্রম এক আন্তর্জাতিক ঘরের চিত্র অঙ্কন করেছিল। অতএব আমি সকল এম.টি.এর কর্মী তথা স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতেও আন্তরিকভাবে তাদের শ্রম দিয়ে জলসাকে সফলতার দ্বারে পৌঁছিয়েছে।

আমি ভেবেছিলাম, শুধুমাত্র কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আজ আমার ধারাবাহিক খুতবার বিষয় বর্ণনা করব, কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে জলসা-সংক্রান্ত ভাবাবেগ এবং জলসা শোনার পর সুখকর ফলাফল, আহমদী এবং অ-আহমদীদের আবেগের অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং এত বিপুল সংখ্যায় পত্র আসছে যে, আমি আজকের খুতবায় চির-রীতি অনুসারে উক্ত ভাবাবেগের কয়েকটা এবং খুদাতায়ালার কৃপাবারির উল্লেখ করছি।

এ বছরের অনন্য ব্যবস্থাপনার অধীনে অনুষ্ঠিত জলসা আল্লাহ্‌তা'লার কৃপার এমন দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করেছে যার ফলে মানুষ আল্লাহ্‌তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতঃ তাঁর সম্মুখে বিনত না হয়ে পারে না। এমন বিরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তা'লা জামা'তের প্রতি কতইনা কৃপা করে যাচ্ছেন। অবশ্য লোকজন সাধারণভাবে একটি ঘাটতির কথা উল্লেখ করেছেন যে, এ বছর আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠিত হয় নি যার জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। যাহোক, সকলেই জানেন, পরিস্থিতি সাপেক্ষে এ বছর বয়আতের ব্যবস্থা না করাটা অপারগতা ছিল।

এবছর প্রথমবার বিভিন্ন জামা'ত লাইভ স্ট্রীমিংয়ের মাধ্যমে জলসায় যোগ দিয়েছে, অর্থাৎ নিজেদের স্থানে বসে জলসা শ্রবণ করছিল এবং এখানে জলসাগাহে টিভির পর্দায় তাদেরকে দেখা যাচ্ছিল। যুক্তরাজ্যে ৫টি স্থানে সমষ্টিগতভাবে জলসা শোনার ও দেখার এরূপ ব্যবস্থা ছিল এবং অন্যান্য কতক দেশেও মানুষ সেখানে বসে জামা'তীয়ভাবে জলসা শুনছিল, যাদের মাঝে রয়েছে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, গুয়াতেমালা, বাংলাদেশ, মরিশাস, কাবাবীর, ভারত, বুরকিনা ফাসোঁ, ঘানা, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, তানজানিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, সুইডেন, বেলজিয়াম, ফিনল্যান্ড, হল্যান্ড প্রভৃতি জামা'ত। একটি ধারণা অনুযায়ী মহিলাদের সেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় ৩০-৩৫ হাজারের কাছাকাছি মহিলা সদস্য উক্ত প্রোগ্রাম দেখেছে এবং শুনেছে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা জামাতীয় সদস্য তথা মহিলাদের গুনাগুণ তুলে ধরেন, মুশিমা উসামি সাহেব নামে একজন জাপানি অ-আহমদী বন্ধু (যিনি হুযুর আনোয়ার (আইঃ)এর জাপান সফরকালে, হুযুর আনোয়ার (আইঃ)কে আতিথেয়তা করানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন) বলেন যে, আজ ০৬ আগস্ট তারিখের খুতবা শুনে, জাপান জামা'তের সেবার কথা মনে পড়ে গেল। আজ জলসার পরিবেশ ও বিশ্ববাসীর সমাবেশ দেখে প্রতিনিয়ত আমার মনে এই অনুভূতি জাগে যে, গোটা বিশ্বকে একই মঞ্চে সমবেত করার লক্ষ্যে এবং পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকল্পে আহমদীয়া জামা'তের ভূমিকা কতইনা তাৎপর্যপূর্ণ!

জাম্বিয়া থেকে একজন খ্রীষ্টান শিক্ষক জলসার কার্যক্রম শুনে বলেন, আমি অনুভব করছি যে, আজ পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই সত্যিকার ধর্ম। নাইজেরিয়ার একজন অ-আহমদী বন্ধু, তুমুল বৃষ্টির মাঝেও জলসার একজন স্বেচ্ছাসেবককে তার কাজে গভীরভাবে মগ্ন থাকতে দেখে বলেন, অবশ্যই এ জামাত সত্যিকার জামাত। মুসাকা জাম্বিয়া থেকে একজন অ-আহমদী শিক্ষক বলেন, আজকে আপনাদের খলীফার কাছ থেকে আমি একটি বিষয় শিখেছি, একমাত্র ইসলাম-ই সেই অনন্য ধর্ম যেখানে নারীদের অধিকার পূর্ণভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। নাইজেরিয়ার একজন অ-আহমদী অতিথি মরিয়ম সাহেবা বলেন, আজ আমি নারীর অধিকার এবং নারীর দায়-দায়িত্ব উভয় বিষয়ে সম্যক ধারণা পেয়েছি। তিনি আরো বলেন, যদি আপনাদের কর্ম ও কথার সাথে সামঞ্জস্য থাকে, তাহলে আমি বিশ্বে আপনাদের চেয়ে ভালো আর কাউকে দেখি না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, অতএব, প্রত্যেক আহমদীকে নিজ নিজ পরিবারে এই শিক্ষার আদর্শও প্রদর্শন করতে হবে। যাতে করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার যে প্রভাব মানুষের ওপর পড়েছে তা যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি পুনরায় একথাই বলবো যে, প্রত্যেক আহমদী

পুরুষের জন্য এটি খুবই চিন্তার বিষয়, নিজেদের আচার আচরণ নিজ ঘরে সঠিক রাখুন; বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিবেন না।

ক্যামেরুনের উত্তরাঞ্চলের মারওয়া শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রামের প্রধান আলহাজ্জ উসমান সাহেব, যিনি অ-আহমদী, তিনি জলসার পুরো কার্যক্রম এম.টি.এ. আফ্রিকার মাধ্যমে দেখে বলেন, আজ জলসার কার্যক্রম দেখে আমার বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়েছে যে, এই জামা'ত সত্যিই ইমাম মাহদীর জামা'ত।

মালয়েশিয়ার একজন নবাগত আহমদী বলেন, জলসা সালানা যুক্তরাজ্য দেখার সুযোগ পেয়ে আমি খোদাতা'লার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং ওয়াদা করছি, আমি সর্বদা খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকব। গিনিবাসাও নামক স্থানে ইউ. কে. জলসা দেখার জন্য দূরাঞ্চল থেকে নবাগত আহমদী এবং অ-আহমদী সদস্যরা থেকে আঠারো এবং ত্রিশ কিলোমিটার পথ সাইকেলে তথা পায়ে হেঁটে আসেন। এবং এই উপলক্ষ্যে ১২৭ জন আহমদীয়াত গ্রহণ করে জামাতে সামিল হন। কঙ্গো থেকে আগত একজন খ্রিষ্টান বন্ধু সস্ত্রীক জলসায় অংশগ্রহণ করেন। জলসা দেখার পর তিনি তার স্ত্রীকে বলেন, এখানে আমরা তিন দিনে যা কিছু শিখেছি তা আমরা সারা জীবন খ্রিষ্টধর্মে থেকেও শিখতে পারব না। তাঁদের সাথে যুক্ত হওয়ার মাঝেই এখন আমাদের কল্যাণ নিহিত। এভাবে স্বামী, স্ত্রী ও তার সন্তানেরা বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয়ে যান। গিনিবাসাও-এর একজন অ-আহমদী বন্ধু হুযুর আনোয়ার (আইঃ)এর বক্তৃতাগুলোও শুনেন আর এরপর বলেন, বর্তমানে ইসলামের একজন নেতার খুবই প্রয়োজন আর তা খলীফার সত্তায় আহমদীয়া জামা'তের কাছে রয়েছে। তাঁর হাতেই সমগ্র বিশ্ব একতাবদ্ধ হতে পারে। এভাবে জলসা শেষ হতেই তিনি বয়আত করে আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেন। ইয়েমেন থেকে আকরাম আলী সাহেব বলেন, লাজনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যুগ-খলীফার ভাষণ যদি গোটা সমাজ শোনে এবং যথাযথভাবে তা পালন করে, তবে গোটা সমাজ নিশ্চয় শতভাগ শুধরে যাবে।

যাইহোক! বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থাৎ— নাইজেরিয়া, জাম্বিয়া, গেবুন, গিনিকোনাকরি, ক্যামেরুন, মালি, তানজানিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রাজিল, গিনিবসাও, গিয়ানা, মারিশাস, অষ্ট্রিয়া, আইভোরিকোষ্ট, কঙ্গো, সেনেগল, ইয়ামেন, আরদান, সিরিয়া, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, কির্গিজিস্তান, অষ্ট্রেলিয়া, গুয়েটেমালা, লেবানান প্রভৃতি দেশে অবস্থানরত আহমদী সদস্য ও সদস্যাগণ তথা অ-আহমদী দর্শকগণ যারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে এম.টি.এর মাধ্যমে জলসা ইউ.কে. ২০২১ এর দর্শক ছিলেন তথা জলসার ওপর নিজেদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন, হুযুর আনোয়ার (আইঃ) তাঁদের প্রশংসাসূচক গুণাবলী, তাঁদের পরিচিতি ও মতামত পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পত্র-দ্বারা জানা যায়, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন গোত্রের এবং বিভিন্ন ভাষার মানুষ পুরুষ ও মহিলাগণ সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনার মাঝে এই জলসা থেকে আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে হুযুর আনোয়ার (আইঃ)এর প্রভাবপূর্ণ ও বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তব্য থেকে তাঁরা ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছেন। তাছাড়া অনেকে তো জলসার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে জলসা শেষে আহমদীয়াত গ্রহণ করার মত ঈমানোদ্দীপক ঘটনার বর্ণনাও করেছেন।

জলসা সালানা উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট, কানাডার প্রেসিডেন্ট ছাড়াও বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে শুভেচ্ছ বার্তা এসেছে। বার্তানিয়া ছাড়াও নয়টি দেশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবর্গের ১০৯টি শুভেচ্ছাবাণী এসেছে। যুক্তরাজ্য ছাড়া যেসব দেশ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা এসেছে সেগুলোর মাঝে রয়েছে আমেরিকা, সিয়েরা লিওন, গাম্বিয়া, সেনেগাল, কেনিয়া, স্পেন, হল্যান্ড ও জার্মানী।

আল্লাহ্তায়ালার ফযলে ২০২১ এর জলসা সালানা ইউ.কে. জলসার সম্প্রচার এম.টি.এ. ছাড়াও আফ্রিকায় কতিপয় স্থানীয় টিভি চ্যানেলেও সম্প্রচারিত হয়েছে। এবারের জলসা হাওসা ভাষায় প্রথমবার অনুবাদিত হয়েছে। আফ্রিকায় পঞ্চাশ মিলিয়নের অধিক মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। এক অনুমান অনুযায়ী (এভাবে) ৫৫মিলিয়নের অধিক মানুষের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছেছে। আফ্রিকার ১৬টি ভিন্ন ভিন্ন টিভি চ্যানেল যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার বরাতে সংবাদ প্রচার করেছে। বিবিসি তাদের আঞ্চলিক টিভিতে প্রচার করেছে, বিবিসি সাউথ প্রচার করেছে, একটি প্রমাণ্যচিত্রও তারা দেখিয়েছে, আর এই রিপোর্ট বিবিসি ওয়ার্ল্ডও প্রচার করেছে, যা ২০০টি দেশে দেখা যায়। এছাড়া বিবিসি ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলেও এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে এবং তা পুনঃপ্রচারও হতে থাকে। এছাড়া ১৬টি রেডিও স্টেশন এ প্রোগ্রাম

প্রচার করেছে। বিশটি পত্রপত্রিকায় জলসা সম্পর্কে প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে বারোটি টেলিভিশন চ্যানেল জলসার সংবাদ প্রচার করেছে, উক্ত সমস্ত মাধ্যম ছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও আনুমানিক প্রায় তেষট্টি লক্ষ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। বাংলাদেশের দশটি অনলাইন পোর্টাল এবং সংবাদপত্রে জলসার সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর মাঝে তিনটি খুবই প্রসিদ্ধ এবং সুপরিচিত। ইউটিউবে ১৫ মিলিয়নের অধিক মানুষ দেখেছে। ইউটিউবের মাধ্যমে প্রায় পাঁচ লক্ষ ঘন্টা এম.টি.এ. দেখা হয়েছে। ইন্সটাগ্রামে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ এম.টি.এ.র পেইজ দেখেছে আর ১.৯৭ মিলিয়ন মানুষের কাছে তা পৌঁছেছে। টুইটারে এক লক্ষের অধিক মানুষ এম.টি.এ.র পেইজ দেখেছে আর পঁয়ত্রিশ হাজারের অধিক মানুষ তা পছন্দ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছিয়েছে। ফেইসবুক-এর মাধ্যমেও সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। অনুরূপভাবে এম.টি.এ-র নিজস্ব ওয়েবসাইটও এক লক্ষ বার দেখা হয়েছে। এম.টি.এ. অন ডিমান্ড-এর মাধ্যমেও দুই লক্ষের অধিক মানুষ জলসা দেখেছে।

খুৎবা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) দোয়া করেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা এই জলসার আরো ইতিবাচক ফলাফলও প্রকাশ করুন আর পুণ্যাত্মাদের আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলামের প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ হোক। আর তথাকথিত আলেমদের অনিষ্ট থেকে (আল্লাহ্‌তা'লা) জামা'তকে এবং সকল পুণ্যাত্মাকে সুরক্ষিত রাখুন। (আমীন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

13 AUGUST 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.